ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

জন সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক রাজ্যে বসবাসকারী তপশিলীজাতি ভুক্ত জনগণের জন্য নিম্নলিখিত স্কীমের সুবিধাগুলি প্রদান করা হয় :

বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি প্রদান :- (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত বৃত্তি)

১) প্রাক্‌মাধ্যমিক বৃত্তি :- (নবম ও দশম শ্রেণী)

ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে পাঠরত নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত্য ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত বৃত্তি । বৎসরে ১০ মাসের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয় । যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের পরিবারের বাৎসরিক আয় ২ (দুই) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নীচে তাদেরকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয় ।

শ্রেণী	ছাত্রাবাস বৃত্তি (বাৎসরিক)	ছাত্রাবাস বর্হিভূত বৃত্তি (বাৎসরিক)
নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত্য	৬,২৫০ টাকা	৩,০০০ টাকা

ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভূক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের Pre Matric Scholarship -এর আবেদনপত্র National Scholarship Portal ২.০ (www.scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে online application করা যেতে পারে ।

২) প্রাক্‌মাধ্যমিক বৃত্তি :- (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী)

ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত্য ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত বৃত্তি । বৎসরে ১০ মাসের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয় । মাসিক ৪০ টাকা হারে ১০ মাসের ৪০০ টাকা বৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হয় ।

৩) অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য প্রাক্‌মাধ্যমিক বৃত্তি :-

ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত্য ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত বৃত্তি । বৎসরে ১০ মাসের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয় ।

ছাত্রাবাস বৃত্তি (বাৎসরিক)	ছাত্রাবাস বর্হিভূত বৃত্তি (বাৎসরিক)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত্য	প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী
৮,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা

উক্ত স্কীমে আবেদনপত্র National Scholarship Portal ২.০ (www.scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে online application করা যেতে পারে ।

৪) মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি :- (একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত্য)

ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে পাঠরত একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত্য ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত বৃত্তি । বৎসরে ১০ মাসের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয় । যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের পরিবারের বাৎসরিক আয় ২ (দুই) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নীচে তাদেরকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয় ।

এই প্রকল্পে বৃত্তিরহার:-

কোর্স	ছাত্রাবাস বৃত্তি (বাৎসরিক)	ছাত্রাবাস বর্হিভূত বৃত্তি (বাৎসরিক)
ডাক্তারী, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠরত	১৩,৫০০ টাকা	৭,০০০ টাকা
স্নাতকোত্তর ইত্যাদি বিষয়ে পাঠরত	৯,৫০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
স্নাতক স্তরে পাঠরত	৬,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা
একদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	৪,০০০ টাকা	২,৫০০ টাকা

ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী তপশিলী জাতি সম্প্রদায় ভূক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের Post Matric Scholarship-এর আবেদনপত্র National Scholarship Portal ২.০ (www.scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে online application নেওয়া হয় ।

৫) ড.বি.অর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার ঃ-

যে সমস্ত তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরিক্ষায় এবং মাধ্যামিক ও উচ্চমাধ্যামিক পরিক্ষায় ৬০ শতাংশের বেশী নম্বর পায় তাদেরকে উৎসাহদানের লক্ষ্যে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । পুরস্কারের হার :-

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রণী উত্তীর্ণ	৪০০ টাকা
নবম শ্রেণী উত্তীর্ণ	৭০০ টাকা
মাধ্যামিক/উচ্চমাধ্যামিক উত্তীর্ণ	১৫০০ টাকা

৬) ড.বি.অর. আম্বেদকর বিশেষ মেধা পুরস্কার ঃ-

যে সমস্ত তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রী ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পারিক্ষায় প্রথম থেকে দশম স্থান আর্জন করে তাদের নগদ ২৫০০০ হাজার টাকা ও স্বর্ন পদক প্রদান কারা হয় ।

৭) জাতীয় বৈদেশিক বৃত্তি: (National Overseas Scholarship)

ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে পি. এইচ. ডি (৪ বছরের জন্য) ও মাষ্টার লেভেল কোর্স (৩ বছরের জন্য) পড়াশুনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় ''জাতীয় বৈদেশিক বৃত্তি'' তপশিলী জাতিভুক্ত জনগনের জন্য প্রদান করেন ।

বৃত্তির জন্য স্বীকৃত বিষয়গুলো নিম্নরুপঃ-

১। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেনেজমেন্ট ।
২। পিউর সায়ন্স ও এপ্লাইড সায়ন্স ।
৩। এগ্রিকালচার সায়ন্স ও মেডিসিন ।
৪। কমার্স, একাউন্টিং ও ফাইনান্স এবং
৫। হিউমেনিটিস ও সোশাল সায়ন্স ।

নির্বাচনের যোগ্যতাবলি ঃ-

ক) পি. এইচ. ডি ও মাষ্টার লেভেল কোর্স এর জন্য নূন্যতম প্রাপ্ত নম্বর ৫৫ শতাংশ হতে হবে ।
খ) বয়স অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর হতে হবে ।
গ) পারিবারিক বাৎসরিক আয় ৬ লক্ষ টাকা বা তার নীচে হতে হবে ।

বার্ষিক আর্থিক বৃত্তির পরিমান ঃ-

ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ১৫৪০০ ডলার এবং ইউনাইটেড কিংডম এর ক্ষেত্রে ৯৯০০ পাউন্ড প্রতিবছর ।

বিদ্র : বিষদ বিবরনের জন্য তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধির্কতার অফিস, গোর্খাবস্তী ,আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে । ফোন নম্বর : ০৩৮১ ২৩২ ৩৩৬৩

অথবা

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রনালয়, নিউ দিল্লী , ওয়েবসাইট -এ - (http;// socialjustice.nic.in যোগাযোগ করা যেতে পারে । ফোন ।নম্বর ০১১ ২৩৩-৮৩০০৪

৮) তপশিলী জাতি জনগণকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান:

দরিদ্র তপশিলী জাতি অংশের জনগণকে রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত হারে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় :

ক্রমিক নং	সক্ষন আর্তৃপক্ষের নাম	অনুমোদনের সীমা
১	২	৩
১	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/ মহকুমা শাসক/ জেলা কল্যান আধিকারিক	১৫০০
২	জেলা শাসক	২০০০
৩	অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তর	৫০০০
৪	সচিব, তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তর	৯০০০
৫	মাননীয় মন্ত্রী, তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তর	১৫০০০

দরিদ্র তপশিলী জাতি অংশের জনগণকে রাজ্যের অভ্যন্তরে সরকারী চিকিৎসার জন্য সর্বমোট ৬০০০/- এবং বহি:রাজ্যে চিকিৎসার জন্য ৯,০০০/- এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বর্হি:রাজ্যে চিকিৎসার জন্য ১৫,০০০ /- প্রদান করা হয় ।

৯) ভারত সরকারের অধীনে 'ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশান' আন্ত:জাতি বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক একীকরণের জন্য ড. আম্বেদকর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ।

নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা :

১) আন্ত:জাতি বিবাহ হল এমন একটি বিবাহ যার মধ্যে দম্পতির একজন তপশিলী জাতি বর্ণের এবং অপরজন তপশিলী জাতি বহির্ভূত ব্যাক্তি ।

২) আইন অনুয়ায়ী বিবাহ বৈধ হতে হবে এবং হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ এর অধীনে যথাযথ ভাবে নিবন্ধিত হতে হবে । তাদের বৈধ বিবাহের একটি হলফনামা দম্পতি কর্তৃক জমা দিতে হবে ।

৩) এই প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেওয়ার জন্য আয়ের কোন উর্ধ্বসীমা নেই । এই প্রকল্পের অধীনে সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবটি সংসদ সদস্য এবং বিধান সভার সদস্য বা জেলা কালেক্টর/জেলা মেজিস্ট্রেট দ্বারা সুপারিশ ক্রমে এবং রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত সরকারী কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট জেলার তপশিলী জাতি কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে জমা দিতে হবে ।

১০) ভারত সরকারের অধীনে ''ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশান'' তপশিলী জাতি ভুক্ত জনগণের দূরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসায় সহায়তার জন্য ''ড. আম্বেদকর চিকিৎসা সহায়তা প্রকল্প'' চালু করেন । যাদের বাৎসরিক আয় অনধীক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা তারা এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহন করতে পারেন । শল্য চিকিৎসা গুলি যথাক্রমে- কিডনী, হার্ট, লিভার, কেন্সার এবং ব্রেইন ইত্যাদির সমস্যাজনিত রোগের উপর ।

১১) জনাধিকার বিধি ১৯৫৫ ইং (Protection of Civil Rights) এবং তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি (নিঃশংসয়তা রোধ) আইন ১৯৮৯ ঃ-

তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতির উপর নিঃশংসতা বন্ধ করার লক্ষ্যে এই আইন প্রযোজ্য । এই আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে পীড়িত ব্যক্তিকে সর্বনিন্ম ৮৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮,২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপুরন দেওয়ার বিধান রয়েছে । এই প্রকল্পতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৫০:৫০ অনূদানে বাস্তবায়িত হয়।

১২) ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ঋণ প্রদান ঃ-

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর তপশিলী জাতি জনগণকে ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে স্যাবলম্বি হওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে বড়, ছোট ও মাঝারী ধরবের ঋণ অল্প সুদে প্রদান করা হয় । এই ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতাগণ সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত র্ভতুকি পেয়ে থাকেন ।

এছাড়াও, উচ্চশিক্ষার জন্য তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের এই নিগম ঋণ দিয়ে থাকে ।

১৩) ছাত্রা বাস বৃত্তি :

তপশিলী জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ছাত্রাবাস বৃত্তি প্রদান করা হয় । এই প্রকল্পের অধিনে যে সমস্ত তপশিলী ছাত্র / ছাত্রী ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করে তাদের বৎসরে সর্বোচ্চ ৩২২ দিনের জন্য খাওয়া এবং পরিছন্ন ভাতা সহ ছাত্র / ছাত্রী পিছু দৈনিক ৬৫ টাকা হারে এই বৃত্তি প্রদান করা হয় ।

১৪) **Special Coaching in Core Subject :**

এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে সমস্থ তপশিলী ছাত্র/ছত্রী (Class VI - XII) ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করে তাদের অংক, ইংরেজী এবং বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের লক্ষে বৎসরে ১০ মাসের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থা করা হয় ।

১৫) এস সি এ থেকে এস সি এস পিতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ :

তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের আয় বৃদ্ধি জীবিকা নির্বাহ এবং সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত প্রকল্প গুলি বাস্তবায়ন করা হয় ।

১) আয় বৃদ্ধি ও জিবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

২) পরিকাঠামো উন্নয়ন ।

৩) তপশিলী জাতি বেকার যুবক/ যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সয়ম্ভারতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ব্যাবস্থা করা হয় ।

১৬) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি :

ড. বি. আর. আম্বেদকর সমাজ-সংস্কৃতি পুরস্কার :

তপশিলী জাতি ভুক্তদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নে এবং সাহিত্য ও লোকগানে বিশেষ অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে ১ জনকে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয় । মনোনীত ব্যক্তিকে ১৫ হাজার টাকা এবং শংসাপত্র প্রদান করে গৌরবজনক পুরস্কারে সন্মানিত করা হয় ।

অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি পুরস্কার :

১৯৯৭ সালে থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সন্মানিত করতে প্রতি বৎসর ১ জনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । পুরস্কার মূল্য ১০ হাজার টাকা । এখন পর্যন্ত ৩৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে । তাছাড়া, অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মরক সন্মান মূল্য ৩ হাজার টাকা । এখন পর্যনত ৬৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তত্বকে এই সন্মান প্রদান করা হয়েছে ।